সেই ছেলেটা

হেলেন বাকলে

অনুবাদ- সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

সেই ছেলেটা
গেল যবে স্কুলে,
এইটুকু একরত্তি,
স্কুলটি তার লেগেছিল বিশাল বড়।
পায়ে পায়ে সে যেইনা গেল ক্লাসঘরে,
পাহাড়-প্রমাণ দরজাটি ফাঁক করে।
তার চাইতে খুশী,
আর ছিল না কেউ।
স্কুলটি তার লাগছিল না আর বড়!

এক সকালে-
বললে দিদিমণি,
"এবার চল আঁকব সবাই মিলে।"
"বাঃ, কি মজা!"
ছেলেটির মনটা উঠল দুলে।
আঁকতে সে বাসত বড় ভালো।
বাঘ-সিংহ,
হাঁস মুরগী-
বাস আর রেলগাড়ী;
আর আঁকত, হরেক রকম এলোপাথারি।
বার করে তার রঙের বাক্স খানি,
আঁকতে যাবে সবে পাতাটি টানি।
এমন সময়, দিদিমণি আবার কহেন হেঁকে,
"থামো থামো! দেখি তো প্রস্তুত কে কে!"
চশমাটি তার নাকের পরে এঁটে,
চারিদিকে ঘুরে আর দেখে,
চেঁচিয়ে কহেন, "হ্যাঁ, এইবার চল আঁকতে হবে ফুল।
খবরদার, কেউ কোরো না ভুল।"

"বেশ, বেশ!" ছেলেটি ভাবে আবার।
আঁকবে সে আজ প্রিয় জিনিস তার।
গোলাপী, লাল, বেগুনী
বাছাই করে রঙ,
আঁকতে যাবে যেইনা,
এমনি সময় যায় শোনা-
"এসো দেখাই তবে,
কেমন করে ফুল আঁকতে হবে।"
এইনা বলে কালো বোর্ডে তিনি
ফুল আঁকলেন লাল।
বানালেন তার সবুজ ডাল।
আর বললেন,
"এবার আঁকো দেখি সবাই!"
আর কি করা-
নেই কোনো উপায়।
ছেলেটি তার পাতার দিকে চায়।
"এর চাইতে আমার ফুলটি ভালো।"
এইনা ভেবে মুখটি করে কালো,
পাতা উল্টে আঁকে সে নির্ভুল।
সবুজ ডালে একটি লাল ফুল।

এমনই,
আরেকদিনের কথা।
ছেলেটি যখন গুটি সুটি ইচ্ছে ডানা মেলে,
চাইছে যেতে ক্লাসের দরজা বাইরে ঠেলে ফেলে।
দিদিমণি বলেন হেঁকে,
"আজকে তবে মাটি গড়বে কে কে!"

মাটি গড়া তার ভীষণ প্রিয় কাজ।
ছেলেটি ভাবে, বেশ মজা হবে আজ।
মাটির ঢেলাটি চেপে,
টেনে, ঠেসে, আর মেপে।
হাতী, ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ,
গাড়ী-ঘোড়া আরও কত কি যে-
বানাবে যেই, তখনই শোনে আবার-
"এসো শেখাই তবে,
কেমন করে বাটি বানাতে হবে।"
বানিয়ে একটা বাটি,
দেখালেন তিনি ঠিক কেমনটি চাই।
মুখটি করে নীচু,
এতক্ষণ বানিয়েছিল যাকিছু,
ভেঙ্গে তা সব বানাল সে এক বাটি।
দেখতে ঠিক যেমন তার দিদিমণিরটি।

এমনই, করতে করতে শেষে,
এখন আর বানায় না সে -
যা সে নিজে চায়।
শিখেছে সে কেমন করে বানায় দেখে দেখে।
যেমনটি আর পাঁচজনেতে বানায়।
আর ঠিক যেমনটি তার দিদিমণি চায়।

এরপর একদিন।
যায় ছেলেটি নতুন এক শহর।
যায় সে তার নতুন ইস্কুল।

-আগের চেয়েও বড়।
তবে নেই দরজা কোনো।
শুধু আছে বিরাট সিঁড়ি।
এক পা, এক পা করে,
যায় সে তার নতুন ক্লাসঘরে।
তখন শোনে আবার সেই বুলি-
"চল এবার আঁকতে হবে ছবি।"
"বেশ, বেশ!", তাকিয়ে থাকে,
তার দিদিমণির দিকে।
কখন তিনি ছবি দেবেন এঁকে।
এবার কিন্তু তিনি আঁকেন না আর কিছু।
চারিদিকে দেখে ঘুরে,
ছেলেটির দিকে ফিরে,
জানতে চান, কেন আছে সে বসে।
"কেমন করে বুঝব আমি? কি আঁকব তবে?"
"কেন? যা মনে আসে, তাই আঁকলেই হবে।"
"যা মনে হয়?
যা খুশী রঙ?" ছেলেটি শুধায়।
"সবাই যদি একই জিনিস বানায়,
কেমনে বুঝবে কোনটা কার, না যদি জানায়?
কেমনি করে আলাদা করবে সব?"
ছেলেটি বলে, "কি জানি? কিকরে বা বুঝব
এসব?"

আর না ভেবে, আঁকে সে নির্ভুল।
সবুজ ডালে একটি লাল ফুল।

এই কবিতাটি খুবই সহজ সরল ভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিরাট খামতির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়, যা বিভিন্ন স্তরে একই ভাবে বিরাজমান। বাচ্চারা কিকরে সৃজনশীল হবে, বা নিজেদের মধ্যে সৃজনশীলতার চারাগাছটিকে আবিষ্কার করবে, যদি আমরা তাদের স্বাধীনভাবে ভাবতে বা কিছু না করতে দি? যদি আমরাই সব বলে বলে দি, যেটা আমরা মনে করি বা ভাবি ঠিক তাহলে কি সেই চারাটি বাঁচবে? আমাদের তৈরী করা ঘেরাটোপের বাইরে যদি আমরা তাদের বেরোতে না দি, কেমন করে তারা আবিষ্কার করবে নিজস্বতাকে? নিজেদের অভিনবত্বকে?

এই কবিতাটি শেষ অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনারা এর অন্যরকম সমাপ্তি ভাবতে পারেন, যাতে ছেলেটির সৃজনশীলতাকে মেরে ফেলা হয় না। ছেলেটি নিজের ভবিষ্যত নিজের মত করে গড়তে পারে। ছেলেটি নিজেকে আবার ফিরে পায়, খুঁজে পায়।

অন্যরকম করে ভাবুন। আর এই কবিতাটির অন্যরকম ভাবে শেষ করে আমাদের লিখে পাঠান #creativeHE তে। যাঁর লেখাটি নির্বাচিত হবে, সেটা আমাদের পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যাবে।